62

আজকের কাগজ

তারিখ 25 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

মাদারবখ্‌শ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ দেশের মধ্যে দ্বিতীয়

সুব্রত দাস ঃ মহিলাদের কর্মমুখি শিক্ষা তথা গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হাতে কলমে শিক্ষা লাভের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্যে উত্তর বা দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠেছে একমাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি 'কলেজ যা মাদারবখ্‌শ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ নামে' পরিচিত। রাজশাহীর কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে কলেজটি। ১৯৮৬ সালে কলেজটি প্রথমে অধ্যক্ষের বাড়িতে চালু করা হয়। পরবর্তিতে ১৯৮৭ সালে বর্তমান ভবন নগরীর মিশন হাসপাতাল মোড়ে চলে আসে। শুরুতে ছাত্রী সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩৫ জন। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬০ জন। ১৯৯৬ সেশনে বিএসসি কোর্স খোলা হয়েছে। এখানে গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখার পাশাপাশি মানবিক শাখাও খোলা হয়েছে। এবছরে যোগ করা হয়েছে সঙ্গীত ও কম্পিউটার। এ ছাড়াও এখানে মেয়েদের সুবিধার্থে খোলা হয়েছে বিএনসিসির বিমান ইউনিট। বর্তমানে কলেজে শিক্ষিকার সংখ্যা শরীর চর্চা শিক্ষিকাসহ মোট ১৫ জন। এখানে একজন গ্রন্থাগারিকও আছে। কলেজের আয়ের প্রধান উৎস ছাত্রী বেতন, চাঁদা দান ও সরকারি অনুদান। নগরীর পদ্মা হাউজিং এস্টেটে ৬ কাঠা জমি জুড়ে নির্মিত হচ্ছে নতুন ভবন। সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে ৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা। বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যক্ষা হামিদা সালেহ জানালেন, যেহেতু একটিমাত্র মহিলা কলেজ দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সেহেতু রাজশাহীর মেয়েদের চাইতে বাইরের মেয়েরা এখানে পড়তে আসে বেশি তাদের জন্যে হোস্টেল দরকার। পদ্মা হাউজিং-এ পাঁচতলা হোস্টেলের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে দেড় কোটি টাকা। আগামী জুনের মধ্যে হোস্টেল ভবন নির্মিত না হলে টাকা ফেরত যাবে। এখনও টেন্ডার আহবান করা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুবিধা প্রদান বিভাগকে এ বিষয়ে তাগাদা দিলে তারা জানায় এখন পর্যন্ত শিক্ষা ভবন থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়নি। তাই আমাদের করার কিছুই নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি সুবিধা প্রদান বিভাগ এখনই টেন্ডার আহবান করার ব্যবস্থা নিলে এবং আগামী জুনের মধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করলে ভালো হয়। এই কলেজটিতে সরকারি কলেজের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যা রাজশাহী জেলার কোথাও কোনো প্রাইভেট কলেজে এমন লক্ষ্য করা যায় না। কলেজ অধ্যক্ষা আরও জানালেন, আমাদের হোস্টেল সমস্যার দ্রুত সমাধান হলে আরো দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রিরা আসতে আগ্রহী- আমরা তার সাড়া পাচ্ছি। সারাদেশে সরকারিভাবে ঢাকায় একটি মাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ রয়েছে। অনেকের সামর্থ নেই ঢাকায় পড়াশুনা করার। তারা আসছে আমাদের এদিকে। এ জন্যে এ কলেজের সমস্যাসমূহ আশু নিরসন প্রয়োজন।

মাদার বখ্‌শ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ